দৈনিক বাংলা

তারিখ 02 JAN 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরী প্রায় বইশূন্য

স্টাফ রিপোর্টার : সরকার প্রতি বছর দেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেন। এই অনুদানের একটা অংশ লাইব্রেরীর বই কেনার জন্য ব্যয় করার কথা। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির লাইব্রেরীর বইপত্র ক্রয়ের জন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হবে তা নির্দিষ্ট করে না দেয়ায় অধিকাংশ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লাইব্রেরীর জন্য বইপত্র ক্রয় করে না। অথবা নামমাত্র কয়েকটি বই কিনে। প্রাপ্ত অনুদানের প্রায় সমুদয় টাকা কেবল শিক্ষকদের বেতন-ভাতা কিংবা অন্য কাজে ব্যয় করা হয়। ফলে দেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরী বা পাঠাগারগুলি কার্যত বইশূন্য হতে চলেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানান যে, বেসরকারী গার্লস হাইস্কুল, জুনিয়র হাইস্কুল, হাইস্কুল এবং বেসরকারী কলেজ মিলে সারাদেশে সাড়ে ১০ হাজারেরও বেশী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীগুলি কার্যত এখন প্রায় বইশূন্য। ছাত্রছাত্রীদের বইপত্র নিয়মিত ইস্যু করা হয় না। লাইব্রেরী পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন শিক্ষক নেই এসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদেরকে পাঠ্য পুস্তকের বাইরে অন্যান্য বই পড়ার জন্য এখন তেমন উদ্বুদ্ধ করেন না। এসব কারণে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্য বইয়ের বাইরে অন্যান্য জ্ঞানের বই পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠছে না।

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের

ওয়াকিফহাল মহলের মতে, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলিকে সরকারী অনুদান বরাদ্দের সময় বইপত্র ক্রয় করার জন্য টাকার একটি অংক নির্দিষ্ট করে দেয়া, নগদ অর্থ না দিয়ে বই কিনে তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ্য পুস্তকের বাইরে অন্য বইপত্র পড়ার অভ্যাস গড়ে না ওঠায় তাদের মধ্যে সাধারণ জ্ঞানের তীব্র অভাব দেখা গেছে। তাদের জ্ঞানের মান উন্নত নয়।

বিশেষ করে মফস্বল এলাকার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মাধ্যমিক কিংবা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে, এমন কি স্টার মার্ক পাওয়া অনেক ছাত্রছাত্রী রাজধানী ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুবিধা করতে পারে না সাধারণ জ্ঞানের অভাবের কারণে।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চাকরির পরীক্ষার ক্ষেত্রেও তাই। মফস্বল এলাকার চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে সাধারণ জ্ঞানের এই ঘাটতির কথা সরকারী কর্মকমিশনের বিভিন্ন রিপোর্টেও উল্লেখ করা হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাধারণ জ্ঞান বিকাশের জন্য বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠাগার এবং দেশের বেসরকারী পাঠাগারগুলিকে সক্রিয় করে তোলার বিসয়ে সরকারী পর্যায়ে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।"

দেশের বহু সংখ্যক বেসরকারী গণপাঠাগারকে সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন অনুদান প্রদান করা হয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে অনুদানপ্রাপ্ত পাঠাগারের অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যায়নি। অস্তিত্ব রয়েছে এমন কিছু সংখ্যক পাঠাগারের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা বই ক্রয়ের জন্য প্রাপ্ত অনুদানের অর্থ বই না কিনে আত্মসাৎ করেছে এমন ঘটনাও রয়েছে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্রে জানা গেছে, সারাদেশে বর্তমানে ৫৭৩টি বেসরকারী পাঠাগার রয়েছে। এসব পাঠাগারকে আর্থিক অনুদান প্রদানের পরিবর্তে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত অনুদানের সমমূল্যের বইপত্র ক্রয় করে প্রত্যেক বইয়ের উপর "বিক্রির জন্য নয়" সীল দিয়ে বইপত্র সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যবেক্ষক মহলের মতে, দেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীর বইপত্র ক্রয়ের জন্য অনুদান না দিয়ে বরং জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের মাধ্যমে বইপত্র কিনে সরবরাহ করা উচিত।

জানা গেছে, সরকার নিরক্ষরতা দূরীকরণ, গণশিক্ষার বিস্তার, বিভিন্ন স্তরের জনগণের মধ্যে পাঠ্যাভ্যাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ করে জনগোষ্ঠীকে গ্রন্থমুখী করে তোলার জন্য এখন থেকে প্রতি বছর জেলা পর্যায়ে বইমেলার আয়োজন করার বিষয় চিন্তা-ভাবনা করছেন। পর্যায়ক্রমে থানা পর্যায়েও প্রতি বছর বইমেলা অনুষ্ঠানের চিন্তা-ভাবনা করা হবে। এছাড়া দেশের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীগুলিকে সক্রিয় করে তোলা হবে।

চাষাবাদের আধুনিক প্রক্রিয়া, কলা-কৌশল, মানুষ, ফসল এবং গবাদি পশুর রোগবালাই এবং রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কিত বইপত্র দেশের বেসরকারী গণপাঠাগারগুলিকে সরবরাহ করা হবে এবং স্থানীয় এলাকার জনসাধারণকে এ সম্পর্কে জ্ঞানদানের ব্যাপারে পাঠাগারগুলি ব্যবহার করার সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

জানা গেছে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন বেসরকারী পাঠাগারকে পল্লী এলাকার গণউন্নয়ন কাজে বিশেষ করে কৃষি সম্পর্কিত জ্ঞান প্রদানের ব্যাপারে ব্যবহার করা হচ্ছে।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পাঠাগার বিষয়ক একজন কর্মকর্তা সম্প্রতি কলকাতা সফরকালে পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারী পাঠাগারের ভূমিকা সম্পর্কে এ তথ্য সংগ্রহ করেন।